দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 09 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

সংখ্যালঘু নির্যাতন

এবারে প্রচারে নেমেছে খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মেহেদী হাসান পলাশ ঃ অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, এবার দেশব্যাপী সংখ্যালঘু নির্যাতনের কাহিনী প্রচারে নেমেছে খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ৮ম সংসদ নির্বাচনের পর দেশব্যাপী সংখ্যালঘুদের ওপর চরম নির্যাতন হয়েছে বলে চিহ্নিত গোষ্ঠীর তথ্য সন্ত্রাস ও অপপ্রচারের মুখে জোট সরকার যখন দেশে-বিদেশে বিপর্যস্ত ও জবাবদিহিতার সম্মুখীন, ঠিক সে সময়ই শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হাজার হাজার সংখ্যালঘু ভোট কেন্দ্রে যেতে পারেনি, হাজার হাজার সংখ্যালঘু নারী নির্যাতিত হয়েছে– যার কোন তদন্ত করেনি সরকার, সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা তুলে দিয়ে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও বিসমিল্লাহ সংযোজন করে এবং ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম করার ফলে এদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছে; চাকরি, ব্যবসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদেশের হিন্দুরা বৈষম্যের শিকার

৪-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

সংখ্যালঘু নির্যাতন ঃ এবার প্রচারে নেমেছে খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৮-এর পৃষ্ঠার পর

হচ্ছে; ফলে লাখ লাখ হিন্দু ইতোমধ্যে দেশ ছেড়ে চলে গেছে এবং বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য হবার উপক্রম হয়েছে– এজাতীয় লেখা বই শত শত কপি ক্রয় করে দেশের সকল স্কুল-কলেজে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। ফলে দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে বলে যে অপপ্রচার এতদিন ধরে চালানো হচ্ছে তা সরকারীভাবেও স্বীকৃতি পেতে বসেছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী স্কুল-কলেজগুলোর জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৩ কোটি টাকার বই কিনে বিতরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এই প্রকল্পের আওতায় কার্তিক ঠাকুর লিখিত 'সংরক্ষণ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়' বইটি নির্বাচন করে এরই মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শত শত কপি ক্রয় করেছে দেশের স্কুল-কলেজগুলোতে বিতরণের জন্য। বইয়ের ভূমিকায় সংবিধানের ৫ম ও ৮ম সংশোধনীকে 'সাম্প্রদায়িকতার ধারা' উল্লেখ করে লেখক লিখেছেন ঃ "স্বাধীনতার মাত্র ৫ বছরের মধ্যে সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার বিলোপ এবং পরবর্তীতে ৮ম সংশোধনীর দ্বারা ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার ফলে এদেশে ইসলাম ধর্মের বাইরে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠী আবার ধর্মীয় সংখ্যালঘুতে তথা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ার শিকার হয়। এ প্রক্রিয়ার পরিণতিতে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী আজ রাজনৈতিক অঙ্গনসহ জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রায় সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিধিত্বহীনতা-এর ফলশ্রুতিতে দেশের প্রায় এক-দশমাংশ জনগোষ্ঠীর মনে ক্ষোভ, দুঃখ-বেদনা ও যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে দেশত্যাগের প্রবণতা। যার পরিণতিতে এদেশ যে একদিন সম্পূর্ণরূপে হিন্দুশূন্য হয়ে যাবে, এ আশঙ্কা আজ আর অমূলক নয়।" বইটির ১৪ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে ঃ "নির্বাচন-পরবর্তীকালে সংখ্যালঘুদের ওপর যে সমস্ত অত্যাচার ও নিপীড়নের খবর জাতীয় পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হয়েছে তাতে শ্রী মহাথেরোর বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।" একই পৃষ্ঠায় আরো বলা হয়েছে ঃ "নির্বাচন ও নির্বাচন-পরবর্তীকালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের ওপর বিশেষ করে সংখ্যালঘু মহিলাদের ওপর যে নির্যাতন অনুষ্ঠিত হল সে ব্যাপারে কোন তদন্ত কমিশন গঠিত হল না, অনুষ্ঠিত হল না কোন আলোচনা– এ কি অবজ্ঞা, অবহেলা, নাকি অন্য কিছু?

এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য কি? তারা কি সত্যি বিশ্বাস করেন, নির্বাচনের পর দেশে সংখ্যালঘু মহিলাদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন হয়েছে?

বইটির ২৫ পৃষ্ঠায় আরো মারাত্মকভাবে লেখা হয়েছে ঃ "১ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত ৮ম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে দেশের বহু অঞ্চলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নির্বাচন কেন্দ্রে যেতে পারে নাই।... এই যে হাজার হাজার নাগরিক ভোট দিতে পারল না, বঞ্চিত হলো তাদের মৌলিক অধিকার– ভোটাধিকার থেকে অথচ তার জন্য কোন প্রতিবাদ করা হল না কোন মহল থেকেই। এই উপেক্ষা বা অবহেলাই সাম্প্রদায়িকতা এবং নিকৃষ্টতম সাম্প্রদায়িকতা।"

বইটির ৩১-৩২ পৃষ্ঠায় ১৯৯১ সালে সিআর দত্তের পঠিত একটি প্রবন্ধ থেকে বিভিন্ন ছক ও সারণী উদ্ধৃত করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্যাডারের সরকারী চাকরিতে হিন্দুদের চাকরি ও প্রমোশনের ক্ষেত্রে চরমভাবে বৈষম্য করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বার বার বলছেন, বিএনপি 'সংখ্যালঘু' 'সংখ্যাগুরু' শব্দে বিশ্বাস করে না। অথচ বইটির লেখক বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য হয়েও হিন্দুদের সংখ্যালঘু হিসেবে চিত্রিত করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি শহীদ জিয়ার সূচিত ৫ম সংশোধনীকে 'সাম্প্রদায়িকতার ধারা' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই বইটি ক্রয় করে দেশের স্কুল-কলেজগুলোতে বিতরণ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে কি এ মেসেজ পৌঁছে দিতে চান যে, পড়াশোনার পর তারাও চাকরির ক্ষেত্রে বঞ্চিত হবে? ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এদেশের লাখ লাখ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক ভোট দিতে পারেনি এবং হাজার হাজার হিন্দু মহিলা নির্যাতিত হয়েছেন– যার কোন তদন্ত করেনি এ সরকার। এখন যদি চিহ্নিত অপশক্তি এই বইকে উদ্ধৃত করে বিশ্বের কাছে তুলে ধরে যে, সরকারের প্রচারিত বইয়েই স্বীকার করা হয়েছে; "এদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন চলছে"– তা হবে বর্তমান সরকারের জন্য এক আত্মঘাতী কাজ। কাজেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত অচিরেই বইটি বাজেয়াপ্ত করা, বিতরণ বন্ধ করা এবং এ ধরনের একটি বই কিভাবে ক্রয় করা হল তার তদন্ত করা।